দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 AUG 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

কবি নজরুল কলেজে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

কবি নজরুল সরকারী কলেজে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা হিসাবে ৪ জন ছাত্রকে কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক ট্রান্সফার সার্টিফিকেট প্রদান করা বহিষ্কৃতদের প্ররোচনায় শিক্ষা পরিবেশ বিঘ্নিত হইয়া পড়িয়াছে। কলেজে কড়া পুলিশ প্রহরা বসানো হইয়াছে। কলেজের বাহিরে যাওয়া-আসার সময় শিক্ষকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীগণ হামলা ও সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার আশঙ্কার মধ্যে রহিয়াছেন। ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিও হ্রাস পাইয়াছে।

গত সোমবার দুপুরে কলেজের একটি কক্ষে কলেজের সামগ্রিক পরিস্থিতির ব্যাপারে শিক্ষক

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

কবি নজরুল কলেজ

(৩য় পৃঃ পর)

ও ছাত্র-ছাত্রীদের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ কাজী আব্দুর রবের সভাপতিত্বে এই সভায় শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি বক্তৃতাকালে কলেজে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে সরকারী সহযোগিতা কামনা করা হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ কাজী আবদুর রব এই রিপোর্টারকে তাঁহার কার্যালয়ে জানান, গত ৬ই আগষ্ট কলেজের শিক্ষক পরিষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে সাবেক কলেজ ছাত্র সংসদের (গত ৩০শে জুন মেয়াদ সমাপ্ত) সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মহসীন ও সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন লাবলু এবং অপর দুইজন খায়রুল আবেদীন (উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী/ দ্বিতীয় বর্ষ/বাণিজ্য) ও রিয়াজ আহমেদ এই চারজনের বিরুদ্ধে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে বিভিন্ন দিনে কলেজে বেআইনী ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার ও শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করার অভিযোগ করিয়া তাহাদিগকে কলেজ হইতে বাধ্যতামূলক ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়া কলেজ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে। তাহাদের এবং তাহাদের কতিপয় সহযোগীর বিরুদ্ধে বলপূর্বক অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তির জন্য চাপ দেওয়া, ১৮ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষক পরিষদের সভা চলাকালে হামলা চালানো, আসবাবপত্র ভাঙচুর ও সভা পণ্ড করিয়া দেওয়া, একই দিনে শিক্ষকদের বাসায় হামলা চালানো ও পিস্তলের ভয় দেখানো, ১৯শে ফেব্রুয়ারী শিক্ষকদের উপর হামলা চালানো, ২রা এপ্রিল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জালভোটের দ্বারা ছাত্র সংসদে নিজেদেরকে 'নির্বাচিত' ঘোষণা, ইহার পর ২রা মে হইতে ২১শে জুনের মধ্যে বিভিন্ন ব্যয়ের অজুহাতে কোন ভাউচার প্রদান ব্যতিরেকে জোরপূর্বক কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ৭৮ হাজার ৭শত ৫৫ টাকা আদায় করিয়া লওয়া, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও অন্যান্য কাজে টাকা আদায়, ২রা মে কলেজের ক্যাশিয়ারকে মারধর করা, ২২শে মে কলেজের একটি ক্লাসরুমে বলপূর্বক অছাত্রদের ঢোকানো এবং পিস্তলের ফাঁকা গুলী করা, উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার সময় পাইকারী নকলের 'সুযোগ' আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি ও অধ্যক্ষের কক্ষে চড়াও হওয়া, ৮ই জুলাই ক্যাশিয়ার ও এ্যাকাউন্ট্যান্টের দিকে পিস্তল উঁচাইয়া চল্লিশ হাজার টাকা প্রদানের দাবী করা, ১৯শে জুলাই ক্লাস অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি, আসবাবপত্র ভাঙচুর, ভয়-ভীতি সৃষ্টি প্রভৃতি অভিযোগ রহিয়াছে। ইতিমধ্যে লাবলু ও রিয়াজকে পুলিশ গ্রেফতার করিয়া আটকাদেশ দিয়াছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই রিপোর্টারের নিকট জানান, একটি বিশেষ মহলের সমর্থনে উল্লেখিত সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা এখন কলেজের শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করিতেছে।

এদিকে বিএনপির মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার এক বিবৃতিতে কবি নজরুল কলেজের বিরাজমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। এক বিবৃতিতে তিনি কলেজটিকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক